মুসলমানের ফল্গুধারা

অনিত্য জীবনে মৃত্যুই যেমন নিত্য, অনিত্য জগতে তেমনি নিত্য হল পরিবর্তন। পরিবর্তন সর্বগ্রাসী। প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্তনের লক্ষ্য সম্পুর্ণতা, সবকিছুই মেনে চলছে এনট্রপি-র মূলনীতি। বদলে যায় সমাজ, সাথে সাথে বদলে যায় আইন কানুন আর আদেশ নিষেধ, কোরাণে উচ্চারিত হয়, "আমি কোন আয়াত রহিত করিলে কিংবা বিস্মৃত করাইয়া দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি........." (বাকারা-১০৬)।

সমাজের এগিয়ে যাবার পরিবর্তনের পেছনে শুভশক্তি আর পিছিয়ে যাবার পেছনে কাজ করে অপশক্তি। এ দু'য়ের সংঘাতই মানুষের ইতিহাস। রেলগাড়ীর মত সোজা-সাপটা এগিয়ে যাওয়া নয়, বর্ষণমূখর পিছলে পথে স্কুল-ছাত্রের মত তিন পা' এগিয়ে এক পা' পিছিয়ে যাওয়াই হল মানুষের ইতিহাস। যে কোন সমাজের মতই মুসলিম সমাজগুলোরও বিবর্তন হয়েছে চিরকাল, এখনও হচ্ছে। মানুষের সমাজগুলো ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বহু রকম। সমস্যা ও সমাধানের চরিত্রও তাই। অ্যামেরিকা-ক্যানাডা, ইউরোপ-অষ্ট্রেলিয়া কিংবা মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া, মধ্য-আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মুসলিম সমাজগুলোর বিবর্তনে ইসলাম সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা, বোধ-উপলব্ধির বহুমাত্রিক ঘাত-সংঘাতের ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা। এর পেছনে কাজ করছে দৃশ্য-অদৃশ্য অনেক শক্তি এবং অপশক্তি। সমাজকে যারা পিছিয়ে দেয়, ইসলামের বেলায় সেই দৃশ্যমান অপশক্তিগুলোর মধ্যে প্রধান হল পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রাসন ও ঔপনিবেশিকতা, ইসরাইল-প্যালেষ্টাইনের দাবানল আর মুসলিম দেশগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর সার্বিক দুর্নীতি ও ব্যর্থতা। এ দু'টোকে পুঁজি করে উঠে আসছে ওহাবি-সমর্থিত বিশ্ব-জামাত। নিজের দেশে অনেসলামিক রাজতন্ত্র বজায় রেখে অন্য মুসলিম দেশে "গণতান্ত্রিক" ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তার সার্বিক সমর্থন এখন আর গোপন কিছু নয়।

ইসলামি বিশ্বে কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ এ ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন ও লিখেছেন। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দার্শনিক হলেন ডঃ আবদুল আজিজ সাচেদিনা। জন্মসুত্রে যদিও শিয়া, কিন্তু তাঁর পান্ডিত্য সামগ্রিক ইসলামে। বর্ষীয়ান পন্ডিত, তিউনিসিয়ায় জন্ম। ইরাক-ইরাণের মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে এসে অ্যামেরিকায় ইসলাম পড়েছেন। সেদিক দিয়ে তাঁর প্রাচীনপন্থী এবং আধুনিক, দুই ইসলামেরই প্রত্যক্ষ, বাস্তব এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। এখন তিনি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেশ কিছু ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত। পৃথিবীর বহু ইসলামি দেশের সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়ার জন্য তাঁকে ডাকা হয়। রাজনৈতিক ইসলামের মোল্লাদের সাথে তাঁর তাত্বিক বিরোধিতার পরেও তাঁর পান্ডিত্য, পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা এতই বিপুল যে শিয়াদের সর্বোচ্চ শারিয়া-মোল্লা গ্র্যান্ড আয়াতুল্লা সীস্তানি ফতোয়া দিয়ে তাঁকে একঘরে করার চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। এই বিশ্ব-নেতৃত্বের পেছনে কাজ করেছে তাঁর বিরল ধরণের অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর কিছু বই পড়ে আর বক্তৃতা শুনে আমি প্রচন্ড প্রভাবান্বিত হই, তাঁর ভেতরে নর্ম (মিস্টিক) ও বাস্তব এ দু'য়ের এক আশ্চর্য্য সমাহার। আমি ক্যানাডিয়ান মুসলিম কংগ্রেসের সদস্য, আমাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

তত্বগতভাবে তাঁর মত জামাত এবং শারিয়া বিরোধী অনেক ইসলামি পন্ডিতই আছেন। কিন্তু তিনি অভ্রভেদী তাঁর মমতায়-সহমর্মিতায়, তাঁর ব্যাখ্যা-উপস্থাপনে, ইসলামী অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর বিশ্লেষণ আর প্রস্তাবনায়। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক সময় তিনি থেকে যান রহস্যময় কবির মত দুর্বোধ্য। কারণ তাঁর কবির মত মন আছে। এ কথাটাই আমি বার বার বলি, শারিয়া শুধু আইনের অংকই নয়, ওটা একটা অস্ত্রও বটে। কারণ মানুষের জীবন ওতে ভাঙ্গে আর গড়ে, ওটা বানাতে আর প্রয়োগ করতে হলে অবশ্যই

একটা মায়াময় মমতাময় কাব্যিক মন চাই যা ইউসুফ কারজাভি-মৌদুদী বা গোআজম-মত্যানিজামী-আমিনী-সাইদীদের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। অনেক অনেক বই পড়ে অনেক চিন্তা-সাধনা করে এলে তবে তাঁর সংগীত মর্মে প্রবেশ করে।

তাই তাঁর অনেক কিছু এখনও আমার কাছে সুস্পষ্ট নয়, তাঁকে আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছি ক্রমাগত, তাঁর বাণী প্রচারের চেষ্টা করছি যদিও তাঁর সাথে আমার মতামতের কিছু অমিলও আছে। সেটা তিনি জানেনও, দেখা হলেই স্বর্গীয় হাসিতে স্নেহময় শিক্ষকের মত কথা বলেন। তিনি গর্বিত মুসলমান, তিনি সুস্পষ্টই বলেন যে একথা অনস্বীকার্য্য যে শারিয়া নারী-বিরোধী, কিন্তু তাতে আমাদের কারো কাছে মাপ চাইতে হবে না। এটা ছিল তখনকার ব্যাপার, তখনকার আইনগুলো এখনকার সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়াটাই সমস্ত সমস্যার মূল। মওলানা(?) মাহমুদ তাহা (দি সেকেন্ড মেসেজ অফ ইসলাম) বা ডঃ আবদুল্লা নঈম-এর (টুওয়ার্ডস ইসলামিক রিফর্মেশন) মত হুবহু "রিভার্স নস্খ" না হলেও তিনি বলেন শারিয়া মেরামত করা সম্ভব।

আমি অবশ্য তা মনে করি না। পাকিস্তানের বিচারকের প্রস্তাবের মত আমিও মনে করি শারিয়া একটা পুরোন পচা কাপড়ের মতন। ওটা টানতে গেলেই ছিঁড়ে যাবে। আমি মনে করি শারিয়ার পারিবারিক আইনগুলোকে "মেরামত" করলে সেটা মোটামুটি ক্যানাডার আইনে দাঁড়াবে, যা কিনা ন্যায়বিচার। এবং কোরাণ ঠিক ওই ন্যায়বিচারের কথাই বলেছে তার শ্বাশ্বত বা নরম্যাটিভ আয়াতগুলোতে। খামাখা তখনকার সমাজের কিছু ঘটনাভিত্তিক কন্টেক্সচুয়াল আয়াতে না গিয়ে নরম্যাটিভ আয়াতগুলো দিয়ে শারিয়া বানালে ইসলামের নামে এত কেলেংকারী হতনা, ক্যানাডার মত ন্যায় আইন আমরা পেয়ে যেতাম বারোশ' বছর আগেই। কিংবা নারীরা বানালে বা নারীদের মতামত নিয়ে বানালেও শারিয়া এমন অদ্ভুতুড়ে হত না আর মুসলমান নারীদের ওপর এত অত্যাচারও হত না যুগান্ত ধরে। কিন্তু তিনি বলেন, ও আমলে ওই আইনই ছিল স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক।

কথাটা হয়ত সত্যি। আরও অনেক কথা-ই তিনি বলেন, সব কথা সবাই সব সময় মেনে নেবে তা-ও নয়। মোল্লাদের সাথে তাঁর বিরোধও তুমুল। কিন্তু সব সমীকরণের পরে বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অন্তর্লীন ফল্গুধারার এক অন্যতম মহানায়ক ডঃ সাচেদিনা, তাঁর বাণীর মধ্যে আমাদের এবং মানবজাতির সমূহ কল্যাণ আছে। তাঁর "দি ইসলমিক রুটস অফ ডেমোক্রাটিক প্লুর‍্যালিজম" বইতে দেখানো আছে কিভাবে আমরা কোরাণ মোতাবেকই গণতন্ত্রী হতে পারি, ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারি, আর সেই সাথে গর্বিত মুসলমানও হতে পারি।

ওটাই কি আমাদের মংগলের পথ নয়, আমাদের কল্যাণের পথ নয়? ক্যানাডিয়ান মুসলিম কংগ্রেস সংগঠন থেকে আমরা সেই চেষ্টা-ই করছি প্রাণপন। গত সপ্তাহেও তাঁর সাথে দেখা হয়েছে, কিছু আলোচনা-ও হয়েছে আমাদের কর্ণধারের সাথে। সংগঠনের অন্যান্যরা আমাকে বলেন তাঁর ধামাধরা পোঁ। তাতে আমার লজ্জা নেই বিন্দুমাত্র, কারণঃ-

নকল যদি করিস তবে, ফার্ষ্ট বয়ের-ই করিস ভাই,
ধরলে ধামা, কোন মহাপুরুষেরই ধরিস ভাই।

এবারে আমরা বিশ্ব-মুসলিমের অন্যান্য কিছু ভিন্ন-দর্শন নিয়ে আলোচনা করব। বিশ্ব-জামাত অর্থাৎ রাজনৈতিক ইসলামের সাথে বাংলাদেশী হিসেবে আমরা বিলক্ষণ পরিচিত। সুফি-ইসলাম আর তবলীগ জামাতকেও আমরা কাছ থেকে দেখেছি। এই দুই দলই তাত্বিক দিক দিয়ে রাজনৈতিক ইসলামের বিরোধী, কিন্তু বাস্তব কোন কাজে হাত দিতে নারাজ। যেহেতু শান্ত ছেলেটার চেয়ে দুষ্টু ছেলেটাই নজর কাড়ে বেশী, তাই তবলিগ বা সুফি ইসলামের গুরুত্ব আমাদের চোখে বিশেষ ধরা পড়ে না। সুফি বা তবলীগ ইসলামের ওপরে বই আর মুসলিম পন্ডিত আছেন অনেক কিন্তু শুধুমাত্র ইদ্রিস শাহ আর যোগী সিকান্দ (যোগিন্দর সিকান্দ - তবলীগের ওপরে অমুসলমান পন্ডিত) ছাড়া আমার বিশেষ কিছু পড়া নেই।

রাজনৈতিক ইসলামের (জামাত) পক্ষে বিপক্ষে আছেন অসংখ্য মুসলমান এবং অসংখ্য বই। পক্ষের তাইমিয়া(?)-বান্না-কুতুব-মৌদুদি-গোআজম-ইউসুফ কারজাভী ইত্যাদির ওপরে কিছু লিখেছি, আরও লিখব। বিপক্ষের ধারা আছে কয়েকটাই, একটা মূলধারার বাহক হিসেবে ডঃ আবদুল আজিজ সাচেদিনার কথা গত নিবন্ধে বলেছি, আর একটার মূল দার্শনিক হলেন সুদানের মাহমুদ তাহা (প্রধান বই - দি সেকেন্ড মেসেজ অফ ইসলাম) এবং তাঁর ছাত্র আটলান্টা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডঃ আবদুল্লা আন্ নঈম (প্রধান বই - টুওয়ার্ডস্ ইসলামিক রিফর্মেশন)। বলাই বাহুল্য, এইসব বিষয়বস্তু আর বইয়ের ওপরে ভিন্নমত হবেই, এবং সে ভিন্নমতের একটা সৌন্দর্য্যও আছে যদি তা থেকে গঠনমূলক কিছু উঠে আসে। চিন্তাধারার সংঘাতই তো সামাজিক অগ্রগতির প্রধান উপজীব্য উপকরণ, তাই না?

ডঃ আবদুল্লার বক্তব্য হল, নারী-অধিকার এবং অমুসলিমের অধিকার লংঘনের কারণে এবং কোরাণ এবং ইসলামের শান্তিবাণী লংঘনের কারণে শারিয়া গ্রহনযোগ্য নয়। কিন্তু আল্লার আইন হিসেবে শারিয়া এতটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বিশ্ব-মুসলিম শারিয়ার প্রতি অত্যন্ত দুর্বল। এখনি হঠাৎ করে শারিয়া উচ্ছেদ করার কথা বললে বিশ্ব-জুড়ে নানা রকম ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। তাই শারিয়া ও আধুনিক আইন, এ দু'টোর ভেতরে একটা সমঝোতা হলেই সবার জন্য ভাল। এ সমঝোতার পদ্ধতিকে মাহমুদ তাহা নাম দিয়েছেন রিভার্স নস্খ্। মাহমুদ তাহাকে ডঃ আবদুল্লা বলেন - 'উস্তাজ তাহা''। উস্তাজের কেতাবে এ পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ আছে।

নস্খ্ কথাটাকে ইংরেজীতে অ্যাব্রোগেশন বলা যায়। এর অর্থ হল প্রতিস্থাপন, অর্থাৎ কোন কিছুকে আরো উপযুক্ত কিছু দিয়ে সরিয়ে দেয়া। কোরাণ নিজেই এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে সুরা বাকারা আয়াত ১০৬-এ - ''আমি কোন আয়াত রহিত করিলে অথবা বিস্মৃত করাইয়া দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি''। অন্য সুরাতেও কথাটা আছে। অর্থাৎ এই আয়াতগুলোতে সামাজিক পরিবর্তন মাফিক আইন বদলাবার স্বীকৃতি আছে। নবীজীর অনেক কথা-কাজেও এই রিভার্স নস্খ্-এর স্বীকৃতি মেলে।

সবাই জানেন কোরাণের শান্তি-বাণী হল শ্বাশ্বত, এবং মারপিটের আয়াতগুলো তাৎক্ষনিক ঘটনা নির্ভর, আমাদের এখনকার জন্য নয়। কি কি কারণে আমাদের মধ্যযুগের ইমামেরা শান্তির আয়াত পাশে সরিয়ে রেখে সংঘর্ষ ও যুদ্ধের আয়াতগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা চলুক, কিন্তু তাঁদের মতে এখন শারিয়া আইনগুলোকে এক আয়াত থেকে সরিয়ে অন্য আয়াতে নিতে হবে। যেমন, নারী-অধিকারের আইনগুলো (বৌ-পেটানো, নিয়ন্ত্রনহীন বহুবিবাহ, অর্ধেক-উত্তরাধিকার, ব্যবসায়ে অর্ধেক সাক্ষ্য ইত্যাদি) বানানো হয়েছিল সুরা নিসা ৩, ৪, ১১, ৩৪ ও ১২৭, বাকারা ২৮২ এর ওপরে। ব্যতিক্রমতো আছেই,

কিন্তু সাধারণভাবে তখনকার মেয়েগুলোকে এমনই চিন্তাশক্তিহীন পঙ্গু করে বড় করা হত যে ওইসব আইন ছাড়া পরিবার-সমাজ-ব্যবসা কিছুই চলার উপায় ছিলনা। আয়াত আর আইন দু'টোই ছিল তখনকার তাৎক্ষণিক। কিন্তু এখন আমাদের ফিরে আসতে হবে কোরাণের শ্বাশ্বত আয়াতে। বিশেষ করে এখন মেয়েরা প্রমাণ করেছে যে তারা মোটেই কম নয় কোনদিক দিয়ে। তাই এখন ওই কোরাণেরই অন্য আয়াতের ওপরে আইন বানাতে হবে যাতে আইনটা কোরাণ-ভিত্তিক হয় আবার নারী-পুরুষের সমান অধিকারও নিশ্চিত হয়। নারী-পুরুষের সমান মানবাধিকারের এমন অনেক আয়াতই কোরাণে আছে। বন্ধুত্বের কথা-ই ধরা যাক। অবস্থা বিশেষে অমুসলিমকে বন্ধু বানানোর প্রতি সমর্থন ও নিষেধ দু'টোই কোরাণে আছে। অমুসলমানদের সাথে মরণপন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার কালে বানানো শারিয়ায় কোরাণের নিষেধের আয়াতের ভিত্তিতে অমুসলিমের মানবাধিকার লংঘনের অনেক আইন বানানো হয়েছে। কিন্তু এখন সে সার্বিক যুদ্ধ আর নেই। কাজেই আমরা অমুসলিমকে বন্ধু বানানোর প্রতি কোরাণের সমর্থনের আয়াতের ভিত্তিতে আইন বদলাতে পারি। মোটকথা, রিভার্স নস্খ্-এর পদ্ধতিতে আমরা শারিয়ার আইনগুলো এমনভাবে মানবাধিকার-ভিত্তিক করতে পারব যে তাতে আমরা কোরাণের ভেতরেই থাকব।

তাঁদের এ প্রস্তাবনার সাথে আমি অনেক কারণেই পুরোটা একমত নই, কিন্তু সে কথা আলাদা। এখানে শুধু এই দেখানো হল যে মুসলমান পন্ডিতদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করেছেন যে আমরা মুসলমানেরা কোথাও যেন ভয়াবহভাবে আটকে আছি। জামাত আমাদের বার বার অতীতের অন্ধকারায় বন্দী করার প্রাণান্ত অপচেষ্টা করছে, ওটাই তার ইসলাম। সেই কারাগার ভেঙ্গে বিশ্ব-মুসলিমকে বের করে আনার জন্যকিছু মুসলমান দার্শনিক নিজের নিজের পন্থায় প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কাজটা বড়ই জটিল এবং কঠিন, তবু তাঁরা চেষ্টা করছেন। এঁদের মধ্যে কে ভুল আর কে ঠিক সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল বিশ্ব-মুসলিম সমাজে পরিবির্তনের কিছু ফল্গুধারা বইছে। এই ধারার নায়কেরা নিগৃহিত হচ্ছেন রাজনৈতিক ইসলামের হাতে যেমন হয়েছিলেন আমাদের মধ্যযুগের ইমাম বোখারি-আবু হানিফা-মালিক-শাফি'ই-হাম্বল আর তায়মিয়া। ডঃ সাচেদিনার ওপরে ঝুলছে গ্র্যান্ড আয়াতুল্লা সীস্তানী-র ফতোয়া, দেশ-বিদেশের কোন মসজিদ তাঁকে বক্তব্য-বিবৃতি-বক্তৃতার জন্য ডাকতে পারে না। মাহমুদ তাহা-র মত পন্ডিত দার্শনিককে মুরতাদ ফতোয়ায় খুন করা হয়েছে, ডঃ আবদুল্লা নঈম যেখানেই যান মোল্লারা পাথর মারে।

এ ধরণের নিবন্ধে বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়, দর্শনগুলো হুবহু তুলে ধরা-ও সম্ভব নয়। শুধু কিছু ফল্গুধারার দিক-দর্শনের জন্যই এটা লেখা। বর্তমানে এ এলাকায় ফল্গুধারার অন্য দুই পুরোধা হল অ্যামেরিকার ফ্রী-মুসলিম সংগঠন আর ক্যানাডার মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস। ফ্রী-মুসলিমের বয়স এক বছরও নয়, কিন্তু এর ওয়েবসাইটে গত মাসে হিট হয়েছে এক লক্ষ। মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস নিরন্তর কাজ করছে ক্যানাডিয়ান শারিয়া কোর্টের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ কোটি কোটি লোক আছেন যাঁরা জামাতিদের উন্মাদ কান্ড-কারখানায় মহাবিরক্ত, যাঁরা অরাজনৈতিক ইসলামের সমর্থক। এ নিবন্ধের পাঠকদের মধ্যে যাঁরা রাজনৈতিক ইসলামের অনৈসলামিক চরিত্র উপলব্ধি করেন, বিশ্ব-সভ্যতার ওপরে তার ভয়াবহ হুমকি উপলব্ধি করেন তাঁরা এ সংগ্রামে যোগ দিলে ভাল। অনেক টাকাও দিতে হবেনা, প্রতিদিন দু'ঘন্টা সময়ও দিতে হবে না বা দশ মাইল দৌড়তেও হবে না - শুধুমাত্র সংগঠনের সভ্য হয়ে কণ্ঠ মিলালেই অনেক শক্তিশালী হবে আমাদের এই আন্দোলনটা।

ধন্যবাদ।
ফতেমোল্লা
২০ অক্টোবর ৩৪ মুক্তিসন।